

## চোখে দেখা, মনে পরে, দিগন্ত বড়ুয়া

হিসাব মিলেনা উত্তর পাইনা লিখেছি। এখনো সেই লেখার কিছু অংশ বাকী। বাঙ্গালী তথা বাংলাদেশের মুসলিমদের যোশ ওয়ালা জন্ত বলে আমার কোন ভুল হয়নি। আমি বার বার আমার লেখার কিছু মুসলিমকে বাদ দিয়ে লিখেছি। এই তারা কারা ? আমার চোখে যারা শুধু মানুষ। যাদেরকে আমি শুধু মানুষ হিসেবেই সব সময় পেয়েছিলাম, পেয়েছি, পাচ্ছি। মানুষের সমাজে যে মানুষ গুলোকে আমি দেখেছি ব্যক্তিগত মুসলিম কিন্তু সমাজের একটি মানুষ। আর যাদেরকে আমি যোশ ওয়ালা এছালামী জন্ত বলি তারা কারা? তারা নিশ্চই দেখতে মানুষের মত, তবে অন্তরাত্তা বলতে যোশের আঙুনে ঝলসানো এক এছালাম বাহীনি, যারা ধর্মের নামে সাধারণ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি পায়ে পায়ে নির্যাতন করে চলেছে। এই তাদেরকে আমি যোশ ওয়ালা জন্ত বলে মোটেও ভুল করি না। তাদেরকে আমি জানি, আমি চিনি, আমি দেখেছি, আমরা তাদের আঙুনে প্রতি পদে পদে জ্বলছি প্রতিদিন।

আমি সাধারণ মানুষ। আমার পক্ষে কোন দিন সম্ভব হবে না কোন মৌলবাদীকে সম্মান দেখানো। শ্রদ্ধা পাওয়া বা শ্রদ্ধার যোগ্য হওয়া অন্ত সহজ নয়। এই শ্রদ্ধা আদায় করতে বহু কাঠ খড় পোড়াতে হয় বলে নিশ্চিত জানি। সত্য মিথ্যা ভাল মন্দ বেশী না বুঝলেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে যে বুঝি তা বলতে পারি। বাঙ্গালী সাহেব কবে থেকে হয়েছে আমি জানি না। আমি জানতাম বাঙ্গালী মানে বাবু। এই বাবু বা সাহেব লেখা দিয়ে জাত ধর্ম কোন কিছুর নির্ণয় হয় না। বিভাজনের সমাজ সৃষ্টির রূপরেখা প্রণয়নে কবে যে কে সাহেব হয়ে গেল আর কে যে বাবু হয়েগেল কি করে বুঝি? মুচকি হাসি দিয়েই বুঝাটা বুঝে নিতে হয় হয়তো। আগে এমনকি কিছু বছর আগেও মনে করতাম মানুষ চেনা সে আর কি কঠিন কাজ? কিন্তু জীবনের পদে পদে যতই দিন পার করছি ততই মনে হচ্ছে আসলে মানুষ নামক প্রাণীটি চেনা অন্ত সহজ নয়। জানিনা আমার মত আর কারো হয় কিনা। নাকি শুধু আমারই হচ্ছে। মানুষ মানেই "শক্তের ভক্ত নরমের যম"।

ভিন্নমতে ঢাকাইয়া বাবুর লেখা দেখলাম। তারপর গেলাম বিলাইছড়ি যাওয়া পর্যটকের লেখাটা দেখতে। কিছু বলার নাই। লিখুন যত পারেন। লেখায় মনের কথা প্রকাশ পায়। চরিত্র ফুটে ওঠে। সন্ধানের নিরিখে জীবনের সূত্র গুলো সাধারণ মানুষের কাছে ধরা পরে। দেখতে চাই, অসীম পথের পথিক। মানুষের মনের সুপ্ত বাসনার প্রকাশ। তবে এখানেও সেই একই ভাঙ্গা রেকর্ড বাজাতে হচ্ছে, মানুষের কলম দিয়ে মানুষের কথাই বের হবে, মৌলবাদী কলমে মৌলবাদই বের হবে, হয়। মনে মনে মানুষ খুব অতীতে ফিরে যেতে পারে, কিন্তু বাস্তবে সে কি হয় ? আর হয়না বলেই পাশাপাশি মানুষ আর আমানুষ শব্দের ব্যবহার।

আমি কারো বিরোধীতা করতে বা লিখতে আসি নাই। তবুও মাঝে মাঝে হয়ে যায়। এই যেমন সেতারা হাসেম। ভিন্নমতের মতে তিনি he না She নিয়ে মোটামুটি দক্ষ। সে যাই হোক, তিনি মহিলা বা পুরুষ তাতে কি। তিনি লিখছেন এত টুকুই যথেষ্ট। তবে আমাকে একচোট দেখে নেবার নিমিত্তে বড়ুয়া ও বৌদ্ধ মন্দির সম্পর্কে যাহা লিখেছেন তাহা তো আর আমার নিজের কথা নয়। ইতিহাসের কথা। বই পত্র ঘাটলেও সেই তথ্য পেতে পারতেন। তাই আমি বাল্য শিক্ষা লিখে মতান্তরে উনাকে বলেছিলাম আবার বাল্যশিক্ষা থেকে পড়া শুরু করতে। বিরোধীতা করুন। তবে কেউকে একচোট দেখে নেবার জন্য মিথ্যা লিখে কি লাভ ? আবারো আমার সেই পুরানো কথা বলতে হচ্ছে। আগে পড়ুন, জানুন, শিখুন, তারপর শেখান, লিখুন, যুক্তি তর্ক নিয়ে আসুন। এতে উভয় পক্ষেরই লাভ, পাঠক ও লেখক। আমি মনে করি পৃথিবীর সবচেয়ে নরম বস্তু মানুষের মন।

ঢাকাইয়া বাবু, বুঝলাম আপনি রাঙ্গামাটিতে থেকেছেন। কেন জানিনা। তবে আমার ধারণা, আপনি হয়তো ডাক্তার নয়তো সেনাবাহিনীর লোক। কিন্তু সেনাবাহিনীর লোক ভাবতে পারছি না, কারণ আপনি রাজবাড়ী এলাকায় ছিলেন পরিবার পরিজন নিয়ে। তবে থেকেছেন যখন কয়েকটি কথা বলে চাই। কত সালের দিকে থেকেছেন তাও জানি না। তবুও বলা। আপনি রাজবাড়ী এলাকায় থেকেছেন। আপনার সামনে রাঙ্গামাটি স্টেডিয়াম ছিল। আপনি যখন সেখানে ছিলেন তখন কি স্টেডিয়াম ছিল, নাকি আপনি যাবার পরে হয়েছে? সেই জায়গাটায় কাদের বাস ছিল জানেন? মনে পরে? আপনি পোড়ামুরা এলাকাটা চেনেন? যদি চেনেন, তবে সেখানে গত দশ বছর ধরে কোন পাহাড়ীকে নিজের বাড়ীতে বাস করতে পাবেন? আগে কারা ছিল সেই এলাকায় তা কি মনে পরে, বা জানেন? আপনি জোতা সোনাকে চেনেন? যিনি রানীরহাট কলেজে পড়াতেন। তার একটি জুতার দোকান ছিল, বলে সবাই চট্টগ্রামের আঞ্চলিক টানে জোতা সোনা নামে জানতো। এই সেটেলার লোকটির সম্পত্তির উৎস কি মনে পরে। জানেন? রিজার্ভ বাজারে যাবার পথে আপনি কখনো সাবিস্তান হোটেল(রেস্টুরেন্ট) খেয়েছেন? মালিক অশ্বিনি মহাজনের খবর জানেন? কি ভাবে এত টাকা? এই জায়গার মালিক কি ভাবে হয়তো জানেন না। আপনি কাঠালতলী (বনরূপা থেকে যাবার পথে ও কাকলী সিনেমার দিক থেকে আসার পথে) গলাফুলা হাজীকে চেনেন? সেখানে তার সমিল। এই মিলের জায়গা কিভাবে নিয়েছে জানেন? কি ভাবে সামান্য এক দিন মজুর সমিলের মালিক হয় বা কোটি টাকার সম্পদ গড়ে? খুব সম্ভবত ৭৮ সাল। রাঙ্গামাটিতে রাজপুন্ডা হয়েছিল। রাজপুন্ডা মানে পাহাড়ী রাজার খাজনা তোলার উৎসব। সেই ৭৮ সালের রাজপুন্ডাতে আর্মিরা কি করেছিল মনে পরে। তার সাথে শেষ অনুস্টানের দিন সেটেলারেরা কি করেছিল মনে পরে? কাঠালতলি কাকলী সিনেমার পরে ম্যালেরিয়া অফিস, হয়তো আপনি জানেন। এই অফিসের পাশে মির্জা পরিবার। তারা ভারতের হায়দ্রাবাদ থেকে আসা। কম করে ৭০/৮০ বছর আগে আসা এই পরিবার। তারা কি ভাবে এই জায়গাটা পায় জানেন। আজকে তারা শিক্ষা দিক্ষায় উন্নত। সেই দিনের কথা কি কেউ জানে? গর্জনতলী পাড়ার খবর জানেন? আজকে কয়টি পাহাড়ী পরিবার খুঁজে পাবেন? বনরূপার ভিতরে বন বিভাগের চারা উৎপাদন কেন্দ্রের একটু সামনে বন বিভাগের কর্মকর্তার সরকারী বাড়ী। তার পাশ ঘেঁসে যে ছোট্ট রাস্তাটি চলে গেছে সেটা গিয়ে হুদে পরেছে। সেই হুদে পেরিয়ে পাহাড়ী আকাঁ বাঁকা পথে কখনো শীলছড়ি গিয়েছেন হেটে? যদি কখনো গিয়ে থাকেন তো দেখেছিলেন পাহাড়ী সংখ্যালঘুদের বাড়ীঘর, জুম ক্ষেত্র, সবুজ কাঠাল বাগান, আম বাগান, আনারস ও আরো কত ফলের বাগান। আজ সেখানে আমার মানুষদের না দেখে যদি তার পাশে মসজিদ মাদ্রাসা দেখি তো কেমন লাগবে? আমার মানুষেরা কোথায় গিয়েছে সেই এলাকা ছেড়ে ??? আপনি জানেন ঢাকাইয়া, আমার সংস্কৃতি সভ্যতা কেন্দ্রের পরিচালক যদি আপনার/ তথা বাঙ্গালী হয় তবে আমার সংস্কৃতির সে কি বুঝবে? সে কিভাবে আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দেবে? অপর দিকে আপনার সংস্কৃতি সভ্যতার পরিচালক যদি আমি হই তবে আমি কি দিক নির্দেশনা দেবো আপনাদেরকে? আর কত ভাবে আমরা নির্যাতিত হব বলুন? আমি বুঝতে পারছি ঢাকাইয়া আপনার কিছু কিছু জানা আছে আমাদের সম্পর্কে। সময় হলে আমাদের সেই দালাল নেতাদের নিয়ে আমি কিছু লিখতে ভাবছি এখন। হয়তো অনেক কথা বেরিয়ে আসবে। হয়তো অনেক কিছু জানা যাবে। শেষ কথা, ঢাকাইয়া, আপনি আমাদের অবস্থা দেখেছেন, আপনি বুঝবেন যত সহজে তত সহজে আমাদের অবস্থা না দেখা অন্য কেউ বুঝবে না। এখানে আমি বিক্ষিপ্ত কয়েকটি কথা/ঘটনা তুলে ধরলাম। কারো সাথে কোন প্রকারের বিরোধিতা করতে এই লেখা নয়।

পৃথিবীর সকল প্রাণী সুখি হোক, শান্তিতে থাকুক।

২১/১১/২০০৩